উন্নয়ন অগ্রযাত্রার ৩৫ বছরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) পৃষ্ঠা-০২

২৭ পরিবারের মুখে হাসি পৃষ্ঠা-০৩

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী পৃষ্ঠা-০৪

১৮ হাজার নিরক্ষর নারী-পুরুষ সাক্ষরতার পথে পৃষ্ঠা-১২

২০ হাজার রোহিঙ্গা পরিবারকে ওয়াশ ও প্রটেকশন সহায়তা পৃষ্ঠা-১৩

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে পুরুষ সমাবেশ পৃষ্ঠা-১৪

নদীসম্পদে অংকুরিত হচ্ছে নারী নেতৃত্ব পৃষ্ঠা-১৫

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯

উন্নয়ন প্রবাহ

GUK'র ত্রৈমাসিক মুখপত্র

শুভেচ্ছা

উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) ৩৪ বছর পেরিয়ে ২০১৯ সালের ০১ জানুয়ারি ৩৫ বছরে পদার্পন করেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, জাতীয়-আন্তর্জাতিক সহযোগী উন্নয়ন সংস্থা, সমাজের সকল স্তরের জনগণের অকৃত্রিম ভালবাসা, পরামর্শ ও সহযোগিতা এবং সংস্থার কর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আমাদের পথ চলাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এইজন্য সংস্থার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

এম. আবদুস্ সালাম
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান

উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের ৩৫ বছরে পদার্পণ

শুভেচ্ছা জানালেন ডেপুটি স্পিকার ও হুইপ

উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) ১ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ৩৫ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার ও সাতবারের নির্বাচিত গাইবান্ধা-৫ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব এ্যাড. ফজলে রাব্বী মিয়া এবং গাইবান্ধা-২ আসন থেকে তিনবারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি পৃথকভাবে কেক কেটে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় মাননীয় সংসদ সদস্যদ্বয়কে পৃথকভাবে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) পক্ষে প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান এম. আবদুস্ সালাম।

প্রকাশনায়: গণ উন্নয়ন কেন্দ্র
Gana Unnayan Kendra

নশরৎপুর, পোস্ট বক্স-১৪, গাইবান্ধা-৫৭০০, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮ ০৫৪১-৫২৩১৫, মোবাইল: +৮৮ ০১৭১৩-৪৮৪৬৯৬
ইমেইল: info@gukbd.net, ওয়েবসাইট: www.gukbd.net

গণ মানুষের প্রাণের সংগঠন গণ উন্নয়ন কেন্দ্র

উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় ৩৫ বছরে পদার্পণ

উন্নয়ন প্রবাহ প্রতিবেদক: দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা বঞ্চিত, প্রতিবন্ধী মানুষদের অধিকার আদায়, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, নারী নির্যাতন, সুবিধা বঞ্চিত, বন্যা খরায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় নির্যাতিত মানুষদের অধিকার ও শান্তি ফিরিয়ে আনতেই ৩৪ বছর পূর্বে গাইবান্ধা শহর থেকে দক্ষিনে নশরৎপুর নামক গ্রামের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)। সে সময় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বেশিরভাগ পরিবারের মানুষের অভাব ছিলো নিত্যদিনের সঙ্গী। মঙ্গা এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল। নারীদের ছিল না কোন স্বাধীনতা। নানান অজুহাতে প্রায় প্রতিটি পরিবারেই নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটতো। যে পরিবারে প্রতিবন্ধী শিশু জন্মগ্রহণ করতো সে পরিবারকেও সমাজের মানুষ ভালো চোখে দেখতো না। দেশের প্রচলিত আইনকে তোয়াক্কা না করে সমাজপতিরা ফতোয়ার মাধ্যমে সমাজের সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন চালাতো। কেউ প্রতিবাদ করলেও তাকেও সমাজপতিরা নির্যাতন করতো। শিক্ষা সংস্কৃতি থেকে সে সময়ে ছিলো অনেক পিছিয়ে। নির্যাতিত ও সুবিধা বঞ্চিতদের পাশে থেকে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা দরকার মনে করেই সেই সময়ের তরুণ সমাজসেবক এম. আবদুস্ সালাম গড়ে তোলেন প্রতিষ্ঠানটি। সে থেকেই তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার জন্য সংগঠনটি অল্প দিনেই সাধারণ মানুষ ও দাতা সংস্থার মন জয় করে। সংগঠনটির কর্মকান্ড অল্পদিনেই ছড়িয়ে পড়ে গাইবান্ধা জেলাসহ উত্তরাঞ্চল জুড়ে। নানান সফলতা নিয়ে দীর্ঘ ৩৪ বছর পেরিয়ে ১ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ৩৫ বছরে পা রেখেছে।

গত ৩৪ বছরে ১২ জেলার ৫৪ উপজেলায় ছড়িয়ে পড়েছে জিইউকের কর্মকান্ড। সংস্থাটির বিভিন্ন সেবা ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ পেয়ে উত্তরাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন জেলার হাজার হাজার পরিবার উপকৃত হয়েছে। সংস্থাটি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কমপক্ষে ৪ লাখ পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত। সংস্থাটিতে নিয়মিত ও অনিয়মিত ২ হাজার ২শ কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে। ফলে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র এখন গণ মানুষের প্রাণের সংগঠন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অভিজ্ঞ একদল কর্মী বাহিনী নিয়ে সংস্থাটি দীর্ঘদিনের সফল অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ সরকারের পাশে থেকে সুনামের সাথে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা ও দায়িত্ব পালন করে আসছে। এছাড়াও শতাধিক বিদেশি দাতা সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বভিত্তিক দেশ ও সমাজের উন্নয়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থানীয়ভিত্তিক সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। যাহা মানবিক, পরিবেশগত ও সময়োপযোগী চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এছাড়া সকল ক্ষেত্রে মানবাধিকার, নারী-পুরুষের সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধীতাসহ বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে আনা, দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকিসহ বিভিন্ন বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে থাকে।

এছাড়াও প্রতিটি প্রকল্প কর্মএলাকায় সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের চাহিদা ও মতামত বিশ্লেষণ করা হয়। এরপর স্থানীয় সরকার, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সামাজিক কমিটি ও প্রশাসনের সু-সমন্বয়ের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়িত করে থাকে।

সংস্থাটি জন্মলগ্ন থেকেই দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন, মা-শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তি সেবার উন্নয়ন বাস্তবায়নের ফলে দেশ বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) দারিদ্র্যমুক্ত ও সাম্যতাভিত্তিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন লালন করে আসছে, যেখানে সবার জন্য ন্যায়বিচার, সমতা, মানবাধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে এ লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং স্থায়ীত্বশীল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, সকল শিশুর জন্য গুণগত শিক্ষা, দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র জনগণের জন্য স্থায়ীত্বশীল জীবিকায়ন নিশ্চিত করা, জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রাধান্য দিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর জনসক্ষমতা গড়ে তোলা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং পানি, পয়:নিষ্কাশন ও বিশুদ্ধতা, সুশাসন এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ, গবেষণা এবং সৃজনশীলতা সংস্থাটি এসব উদ্দেশ্য নিয়ে সরকারের গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করে যাচ্ছে।

ক্রিশ্চিয়ান এইড ও ট্রেইড ক্র্যাফট এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের KHAMATAYAN প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব সাকেব নবী, প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব ইকরামুল হক সোহেল ও সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মিস রোজানা মজুমদার এবং ট্রেইড ক্র্যাফট এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব সাহেদ ফেরদৌস ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার মিস নাবিলা নুসরাত গত ২৩-২৪ জানুয়ারি ২০১৯ কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) বাস্তবায়নাধীন ‘Empowering Smallholders to Strengthen Local Democratic Governance (KHAMATAYAN) প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় তারা জিইউকের সিনিয়র কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

পারদিয়ারা গ্রামে দুর্যোগ সহনশীল ক্লাস্টার ভিলেজ ২৭ পরিবারের মুখে হাসি

বাংলাদেশের দুর্যোগ প্রবন এলাকার মধ্যে গাইবান্ধা জেলা অন্যতম। ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর অববাহিকায় তীরবর্তী জেলা গাইবান্ধা। জেলা শহর হতে ১০ কিলোমিটার দূরে ব্রহ্মপুত্র নদের ছোট শাখা পেরিয়ে কামারজানি ইউনিয়নের পারদিয়ারা গ্রাম। প্রায় ৩৫০ পরিবারের বসবাস গ্রামটিতে। প্রতি বছর নদীভাঙ্গন ও বন্যায় ওই গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা স্থবির হয়ে পড়ে। বিভিন্ন আপদের সাথে লড়াই করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। এসময়ে শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের অবস্থা আরও বিপদজনক এবং অনিরাপদ হয়ে ওঠে। বন্যা ও নদীভাঙ্গনের সাথে বসবাস করতে এদের জীবন জীবিকা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে সারাটা জীবন। বন্যায় প্রায় প্রতিটি বাড়ি পানিতে নিমজ্জিত থাকে। এই প্রতিকূল অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান গণ উন্নয়ন কেন্দ্র কামারজানি ইউনিয়নে কুন্দেরপাড়া গ্রামে গড়ে তোলে একটি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র। যা বর্তমানে চরের রাজধানী নামে পরিচিত। এই আশ্রয়কেন্দ্রে বন্যাকালীন প্রায় প্রতিটি পরিবার তাদের সহায় সম্পদ নিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু একটি আশ্রয়কেন্দ্র দিয়ে এত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের আশ্রয়ের চাহিদা পূরণ হয়না। গণ উন্নয়ন কেন্দ্র ২০১৭ সালে জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ খাওয়ানো এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় কামারজানি ইউনিয়নে পারদিয়ারা গ্রামে দুর্যোগ সহনশীল ক্লাষ্টার ভিলেজ তৈরি করে এবং বন্যা ও নদীভাঙ্গনের কবলে পড়ে যে সকল পরিবার নিজ বাড়ি ছেড়ে অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল তারই ২৭ পরিবারকে তাদের আবাসন তৈরি করে দেয়। ফলে ২০১৭ সালের বন্যায় এই ২৭ পরিবার তাদের জীবদ্দশায় এই প্রথমবার বন্যার পানিতে হাবুডুবু খেতে হয়নি। চারদিকে বন্যার পানির মাঝে এই আবাসনগুলো জেগে ছিল। বন্যাকালীন সময়ে এই আবাসনে শুধু ২৭ পরিবারই নয় তারা আরও আশ্রয় দিয়েছিল আশেপাশের অন্য পরিবারগুলোকেও।

বসতভিটা উঁচুকরণের মাধ্যমে একদিকে যেমন বন্যার পানি উঠবে না তেমনি শাকসবজি চাষ, হাঁস, মাছ পালন, সোলার পয়ঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাও সৃষ্টি হয়েছে।

সুবিধাভোগি আমেনা জানান, আমার বয়স এখন ৪৫ বছর। বুদ্ধি হবার পর বন্যার সময় প্রতিবছরই বসতঘরের ভেতরে কমপক্ষে হাটু পানি উঠত। বেশি বন্যা হলে রাতে শুয়ে থাকার চকি ধরণার সাথে টাঙ্গিয়ে রেখে সময় পার করতাম। গত বছর গণ উন্নয়ন কেন্দ্র ভিটে উঁচু করে দেয়ার ফলে জীবনে এই বার বন্যার সময় কোন ঘরেই পানি উঠেনি। ছেলে মেয়ে নিয়ে নিরাপদে ছিলাম, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছি।

উল্লেখ্য যে, জিইউকে গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলার চরাঞ্চলে ৬৯টি ক্লাস্টার ভিলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে। ক্লাস্টার ভিলেজগুলোতে প্রায় ১ হাজার পরিবার নিরাপদে বসবাস করছে।

কবি সুফিয়া কামাল আনন্দলোক প্রাথমিক বিদ্যালয় মানসম্মত পড়ালেখায় অনুকরণীয়

দেশের উত্তরের জেলা গাইবান্ধা সদর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়নের পিছিয়ে পড়া একটি গ্রাম নশরৎপুর। এই গ্রামের রেললাইন ঘেঁসে সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশে ১ মার্চ ২০০৮ সালে গড়ে উঠেছে কবি সুফিয়া কামাল আনন্দলোক প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রি-প্রাইমারী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে বিদ্যালয়টি। বর্তমানে ১৮১ জন ছাত্র-ছাত্রী (ছাত্র-৭৬, ছাত্রী-১০৫) এখানে লেখাপড়া করছে। বিদ্যালয়টি দুই শিফটে পরিচালিত হয়। প্রথম শিফটে প্রি-প্রাইমারী থেকে ২য় শ্রেণি এবং দ্বিতীয় শিফটে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সকাল ৯.০০ থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত পাঠদান পরিচালনা করা হয়। এখানে ৪ জন শিক্ষক এবং একজন সাপোর্ট স্টাফ আছেন। শিক্ষার্থীদের দৈহিক, আবেগিক এবং সামাজিক বিকাশের জন্য বিদ্যালয়টিতে লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষা, ক্রমিক কাজ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং খেলাধূলা দৈনন্দিন পাঠদান রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করে পরিচালনা করা হয়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ২০১১ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রতিবছরই কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করেছে। তন্মধ্যে ২০১৮ সালের ফলাফল উল্লেখ না করলেই নয়। পঞ্চম শ্রেণির ২৫ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ২৪ জনই জিপিএ-৫ (এ+) এবং ১ জন জিপিএ ৪.০০ (এ) পেয়েছে। বরাবরই এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বৃত্তিও পেয়ে থাকে। এ বছরও দুইজন ছাত্রী সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে পিছিয়েপড়া দরিদ্র পরিবারের এবং প্রতিবন্ধী ছেলে মেয়েদের ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন, খেলাধূলা, জেলা পর্যায়ের কুচকাওয়াজ ও শারীরিক কসরতে অংশগ্রহণ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত জেলা পর্যায়ের প্রতিটি শারীরিক কসরতে অংশগ্রহণ করে প্রতিবছরই বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষালাভের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং সরকার ঘোষিত সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দাতা সংস্থা নেটস বাংলাদেশের সহযোগিতায় Right to Education Achieved for Children from Families Living in Ultra-Poverty and Marginalised Communities (Reach Up) প্রকল্পের মাধ্যমে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড় এবং কুষ্টিয়া জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ ধরনের ২৬টি আনন্দলোক বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। প্রত্যেকটি বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে যারা প্রতিমাসে নিয়মিত সভা করে তাদের করণীয় ঠিক করেন। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে বিদ্যালয়গুলির নামকরণ করা হয়েছে। যেমন- বীরপ্রতিক তারামন বিবি, কাজী নজরুল ইসলাম, কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি সুফিয়া কামাল, বেগম রোকেয়া, শাহ্ আব্দুল হামিদ, আবুল বরকত, লালন শাহ্, সাহিত্যিক দৌলতন নেছা খাতুন, ফজলুল করিম, ডা. মফিজার রহমান, নুরুন্নবী চৌধুরী, পন্ডিত রবী সংকর, হরলাল রায়, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মতো গুণি ব্যক্তিবর্গের নাম রয়েছেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে প্রতিটি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার স্থাপন করা হয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে র‌্যালি ও আলোচনা সভা

১৭ মার্চ, ২০১৯ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গাইবান্ধা, রংপুর, কক্সবাজারসহ সংস্থার বিভিন্ন কর্মএলাকায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এর সাথে যৌথভাবে র‌্যালি ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে।

আইসিসিও কোঅপারেশনের সহযোগিতায় রোহিঙ্গা পরিবারে সবজি চাষ

ICCO Cooperation এর সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন DRA Bangladesh Rohingya and Host Community JR-2 প্রকল্পের আওতায় রোহিঙ্গা পরিবারগুলোর মাঝে সবজি বাগানের উপর প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ সহায়তা পেয়ে বাসস্থানে সবজি চাষ করে নিজেদের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে।

জিইউকের সহায়তায় ৫ হাজার ৩১৬ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান

১২৯ জনের প্রশিক্ষণ চলমান

গাইবান্ধা জেলাসহ উত্তরাঞ্চলের স্বল্প শিক্ষিত বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহায়তা করতে দীর্ঘদিন ধরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যুবদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করেও আসছে। ফলে প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের চাহিদা বেড়েই চলেছে।

২০১০ থেকে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ওয়েব ডিজাইন এন্ড গ্রাফিক্স ডিজাইন ট্রেডে ২৪৯ জন, আইটি সাপোর্ট সার্ভিস ট্রেডে ২৫০ জন, ফ্যাশন গার্মেন্টস ট্রেডে ৩ হাজার ৯৭৩ জন, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ট্রেডে ২৫০ জন, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স ট্রেডে ২৪৪ জনকে ৩ মাস মেয়াদে ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদনে ২৭৫ জন এবং ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন ট্রেডে ১ মাস মেয়াদে ৭৫ জনসহ মোট ৫ হাজার ৩১৬ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন আবাসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাদের মাঝে সংস্থা ৪ হাজার ৭৯৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র পরিবারের যুবদের সংস্থার জব প্লেসমেন্ট ইউনিটের মাধ্যমে কারিগরি বিষয়ে কর্মপ্রত্যাশীদের তালিকা করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণকারীদের মধ্যে যারা চাকুরি করতে চায় তাদের চাকুরির ব্যবস্থা করা হয়। আর যারা স্বকর্মসংস্থানে যুক্ত হতে চায় তাদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে সংস্থার সমিতির সদস্যদের অগ্রাধিকার থাকলেও এলাকার কর্মহীন বেকার এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী (আদিবাসী-নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী) সদস্যদের আত্মীয় স্বজনের নিম্নআয়ের পরিবারের যুবদের প্রশিক্ষণের সুযোগ দিয়ে থাকে।

(৬নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

কেসস্টাডি

শেলীর জীবনে সফলতা এনেছে গার্মেন্টস সুয়িং কারিগরী প্রশিক্ষণ

গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার বল্লমঝাড় ইউনিয়নের উত্তর ধানঘড়া গ্রামে পরিবারের সাথে বসবাস করে শেলী। শেলীর বাবা সাদা মিয়া ও মা স্বপ্না বেগম। তিন ভাই এক বোনের মধ্যে শেলী বড়। বাবা দিন মজুর হওয়ার কারণে জেএসসি পাশের পর তার আর পড়াশুনা করা হয়নি। শেলীর বাবা কৃষিকাজ করে সংসার চালাতো। তাদের পরিবারে আয়ের অন্য কোন পথ ছিল না। তাদের সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। তিন বছর বয়সে কুপির আগুনে শেলীর পুরো শরীর আগুনে ঝলসে যাওয়ার কারণে শারীরিক প্রতিবন্ধী হিসেবে জীবনযাপন করতে থাকে।

ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় Skills for Employement Investment Program (SEIP) প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো প্রত্যন্ত গ্রামে দরিদ্র পরিবারের ছেলে মেয়েদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান (হাতে কলমে শিক্ষা) এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এমনি একটি প্রশিক্ষণ গার্মেন্টস সুয়িং এর জন্য প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের জন্য জরিপ কাজ চলাকালিন শেলী খাতুন তালিকাভুক্ত হন এবং ০৬ জুন ২০১৭ হতে ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৩ মাসব্যাপি এই প্রশিক্ষণে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুরু থেকেই শেলী অন্যদের চেয়ে বেশি আগ্রহী এবং মনোযোগী থাকায় খুব সহজেই প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সেরাদের মধ্যে একজন নির্বাচিত হন। সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ শেষ করায় সংস্থা তাকে একটি সনদপত্রও প্রদান করে।

প্রশিক্ষণ শেষ করেই শেলী গাইবান্ধা সদর উপজেলার ডেভিড কোম্পানী পাড়ায় একটা ছাপড়া ঘর ভাড়া নিয়ে টেইলারিং ব্যবসা শুরু করে। নতুন হওয়ায় তাকে অনেকেই টেইলারিং এর কাজ দিতে অনিহা প্রকাশ করে। কিন্তু আস্তে আস্তে মানুষের আস্থা অর্জনে সফল হন শেলী। বাজারে অন্যান্য টেইলারিং এর দোকানের চেয়ে শেলী অনেক গ্রাহক এবং সুনাম কুড়ায়। পুরাতন এবং নতুন কাপড় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পূর্ণ করায় তার নাম ডাক ছড়িয়ে পড়ছে। এই দোকান থেকে তিনি প্রতিদিন গড়ে ২০০-২৫০ টাকা আয় করেন।

বাবার নিয়মিত আয় না থাকায় শেলী নিজের আয়ের জমানো ৫০ হাজার টাকা দিয়ে একই দোকানে ছোট একটি মুদি দোকান করে দিয়েছে। শেলীর বাবা মনে করেন প্রশিক্ষণের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এবং মনোযোগের সাথে নিয়মিত কাজ করতে পারলে সংসারে স্বচ্ছলতার পাশা পাশি শেলী একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসাবে সমাজে একদিন মাথা উঁচু করে চলতে পারবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়ায় জীবনের উন্নতির ক্ষেত্রে তার আর কোন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। প্রশিক্ষণের সুযোগ পাওয়ায় শেলী দাতা সংস্থা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান। তার মত আরও অনেকে যেন প্রশিক্ষণ নিয়ে সফলকাম হতে পারে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বর্তমানে জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯, তিন মাসব্যাপী ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এ্যান্ড মেইনটেনেন্স, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, সুইং মেশিন অপারেশন ও গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সে ১২৯ জন যুব আবাসিক প্রশিক্ষণরত রয়েছে।

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর Skills for Employment Investment Programme (SEIP) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের GUK সহায়তা করে থাকে। তাদের লক্ষ্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের প্রদানের মাধ্যমে বাজার চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রশিক্ষিত জনসম্পদ তৈরি করা। প্রশিক্ষণ শেষে মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিত করে প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবার ও ব্যক্তির মর্যাদাপূর্ণ টেকসই জীবনমান নিশ্চিত করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

জিইউকে দীর্ঘদিন থেকে আটটি বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। প্রশিক্ষণের প্রথম দফায় সকলকে পারিবারিক দায়িত্ববোধ, সামাজিক মূল্যেবোধ, যোগাযোগ ও যোগাযোগ কৌশল, সাধারণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, চাকুরি প্রাপ্তির কৌশল ও চাকুরির সাধারণ নিয়মাবলীসহ নানাবিধ বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়। এরপর দ্বিতীয় দফায় চূড়ান্তভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের ট্রেড নির্বাচন করে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। তৃতীয় দফায় সংস্থার সাথে যোগাযোগ রয়েছে এরকম কারখানায় বা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি পেতে প্রশিক্ষণার্থীদের সহযোগিতা করা হয়। এছাড়াও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে যারা আত্মকর্মসংস্থানে আগ্রহী তাদের সংস্থা থেকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়। এভাবেই একজন সাধারণ কর্মপ্রত্যাশী দক্ষ হয়ে কর্মসংস্থান পায় কিংবা নিজেই কর্মসংস্থান গড়ে তোলে।

কেসস্টাডি

শিল্পা ডাক্তার হতে চায়

শিল্পা খাতুন (১০)। তার বাবা আয়নাল হক এবং মা মোনা বেগম। গাইবান্ধার ঘাগোয়া ইউনিয়নের রূপারবাজারে তাদের বসবাস। শিল্পা স্বল্প দৃষ্টি সম্পূর্ণ একজন প্রতিবন্ধী শিশু ছিলো। তার চোখের দৃষ্টি সমস্যার কারণে জীবন সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারতো না। যেহেতু শিল্পা গ্রামে বাস করে তাই তার সঠিক চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট সুযোগ ছিলোনা। শিল্পার বাবা একজন অটো ড্রাইভার এবং তার মা গৃহিনী। শিল্পার চোখের চিকিৎসার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন এমন আর্থিক সামর্থ্য তার বাবার ছিলোনা। জমি জমা বলতে বাড়ির ভিটে ছাড়া তেমন কিছু তাদের নেই, যে সেই জমি বিক্রি করে মেয়ের চিকিৎসা করাবে। শিল্পা কষ্ট করে ডান চোখের দ্বারা তার দেখার কাজ সম্পন্ন করতো। কারণ তার বাম চোখ রক্তাক্ত ছিল, সে কারণে ওই চোখ দিয়ে কিছুই দেখতে পেতনা। শিল্পা খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ থাকলেও সমবয়সীরা তার একটি চোখের দৃষ্টি শক্তি না থাকার কারণে তাকে নিয়ে খেলতোনা। এনিয়ে তার খুব মন খারাপ হতো। সমবয়সীরা যখন খেলাধুলা করতো শিল্পা তখন পাশে দাড়িয়ে খেলা দেখতো এবং ভাবতো কবে আমার চোখ ভালো হবে। তখন অন্যদের সাথে খেলবো।

এমনি সময়ে গাইবান্ধার গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের কর্মী মাধ্যমে চিকিৎসার জন্য তালিকাভুক্ত হয় শিল্পা। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে SLF এন্ড DRRA সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন PIEDDS প্রকল্পের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা ক্যাম্প আয়োজন করা হয় এবং সেখানে শিল্পার চোখের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

শিল্পার চোখে অস্ত্রোপাচারের পর বর্তমানে সে পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়। শিল্পা এখন খুব খুশি। তার সমবয়সীরা এখন তাকে আর অবহেলা করেনা। এখন একসাথে খেলতে নেয়। চলাফেরা, খেলাধুলা ও লেখাপড়া করতে এখন আর সমস্যা হয়না। তার কাছে জানতে চাইলে জানায়, লেখাপড়া শিখে সে একজন ডাক্তার হতে চায়।

শিল্পা আরো জানায় বাবা মা আমার ভবিষ্যত নিয়ে এক সময় খুব দুশ্চিন্তা করতো। চিকিৎসার মাধ্যমে আমার চোখ ভালো হয়ে যাওয়ায় এখন তারাও খুব খুশি। গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার বাবা বলেন, তারা বিনামূল্যে আমার মেয়ের চিকিৎসা না করলে হয়তো আমার মেয়েকে সমাজে অনাদর আর অবহেলা নিয়েই বাঁচতে হতো।

Reach Up প্রকল্পের বার্ষিক কর্মসূচি পর্যালোচনা সভা

নেটজ্ বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের বাস্তবায়নাধীন "Right to Education Achieved for Children from Families Living in Ultra-Poverty and Marginalised Communities" (Reach Up) প্রকল্পের Annual Programme Review & Steering Meeting' ১৫-১৬ জানুয়ারি, ২০১৯ হোটেল ইউনি রিসোর্ট, কক্সবাজারে আয়োজন করা হয়। নেটজ্ বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি মঞ্জুশ্রী মিত্র, শামসুল হুদা ও আনোয়ার হোসেনসহ উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ৪টি সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

MJF ও GUK মাঝে আরোও একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তি স্বাক্ষর

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (MJF) এর সহযোগিতায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) শুধুমাত্র যুব নারী ও পুরুষদের জন্য ৩ বছর মেয়াদে (১ জানুয়ারি ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১) 'Youth Empowerment for Economic Emancipation and Social Cohesion (YES)' প্রকল্প গাইবান্ধা সদর, পলাশবাড়ী ও সাঘাটা উপজেলায় বাস্তবায়ন শুরু করে। ১৫ জানুয়ারি ২০১৯ ঢাকায় মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন অফিসে উক্ত প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

উল্লেখ্য যে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গাইবান্ধা সদর ও ফুলছড়ি উপজেলায় 'Strengthening Civil Society and Public Institutions to Address Gender Based Violence and Build Community Resilience to Adopt Climate Change' নামে আরও একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

কেসস্টাডি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের আদিবাসী অঞ্জলি এখন গার্মেন্টসে চাকুরি করছে

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার শাপমারা ইউনিয়নের আদিবাসী পরিবারের মেয়ে অঞ্জলি মার্ডি (২১)। বাবা শেখর মার্ডি মা কাদনী হাসদা। অঞ্জলি মার্ডি দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। অঞ্জলির বয়স যখন ১৪ তখন তার বাবা শেখর মার্ডি মারা যায়। বাবার মৃত্যুর পর অঞ্জলির পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। মায়ের পক্ষে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়লে মা মেয়ে মিলে জীবন বাঁচানোর তাগিদে অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রি করা শুরু করেন। তাতে যা অর্থ পেতেন তা দিয়ে দুবেলা পেট পুড়ে খেত। মাঝে মাঝে অর্ধাহারে দিন কাটতো। এমতাবস্থায় ২০১৮ সালে 'Promoting Rights of Teen-aged Girls to Improve their Access to Economic Activities (PROTIVA)' প্রকল্পের মাধ্যমে তাকে ৩ মাস মেয়াদী 'গার্মেন্টিস সুয়িং মেশিন অপারেশন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সংস্থা ঢাকায় একটি গার্মেন্টিসে তার চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়।

প্রকল্প থেকে তার মা কাদনী হাসদাকে বসতভিটায় সবজি চাষ ও ছাগল পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সবজি বীজ ও শেডসহ ৪টি ছাগল সহায়তা দেয়া হয়। ছাগলগুলো বর্তমানে ৬টি বাচ্চা দিয়েছে। এখন তারা নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছে।

অঞ্জলির মতো আদিবাসী পরিবারের প্রায় ৬৫ জন সহ মোট ৭৯ জন মেয়েকে প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকরির সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে।

PROTIVA প্রকল্পটি ICCO Cooperation এর সহযোগিতায় গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ ও সাঘাটা উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি ১৫৮৩৮ জনকে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে সংগঠিত

UNFPA সহায়তায় (GUK) বাস্তবায়নাধীন Community Engagement in GBV response and prevention for Rohingya and host community in Cox's Bazar প্রকল্পের মাধ্যমে কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় ১৩,১৮৯ জন রোহিঙ্গা ও ২,৬৪৯ জন বাংলাদেশি হোস্ট কমিউনিটির নারী-পুরুষ, বালক-বালিকাদের সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও ক্ষতিকারক অনুশীলন গুলিকে চিহ্নিত এবং প্রতিরোধ ক্ষমতায়ন করার মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়েছে।

প্রকল্পে ১ জানুয়ারি-৩১ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ৩৯৩টি থিমেটিক ওয়ার্কিং গ্রুপ মিটিং এবং ২২০৫টি সচেতনতামূলক সেশন সম্পন্ন করা হয়। থিমেটিক ওয়ার্কিং গ্রুপ সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নে ১০টি সেশন আয়োজনের মাধ্যমে ২৪৮ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ধর্মীয় নেতাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ১২টি ওয়ার্কশপে ৩৪৩ জন ধর্মীয় নেতা অংশগ্রহণ করে। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে ১০ থিয়েটার ফর ডেভেলপমেন্ট শো অনুষ্ঠিত হয়।

'সরকারি-বেসরকারি স্টেক হোল্ডারদের প্রভাবিতকরণ' বিষয়ক কর্মশালা

ICCO Cooperation ও HELVETAS Swiss Intercooperation Bangladesh এর সহযোগিতায় GUK বাস্তবায়নাধীন 'Strengthening Partnership Convening & Convincing (SPCC)-Pathway-3' প্রকল্পের আওতায় 'সরকারি-বেসরকারি স্টেক হোল্ডারদের প্রভাবিতকরণ' বিষয়ক কর্মশালা ২৮ মার্চ, ২০১৯ তারিখে জিইউকে সম্মেলন কক্ষ, নশরৎপুর, গাইবান্ধায় অনুষ্ঠিত হয়।

উখিয়ায় আইসিসিও কো-অপারেশন'র কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টিভ'র ফ্রেস ফুড ভাউচার বিতরণ পরিদর্শন

২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ICCO Cooperation বাংলাদেশ এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ Tessa Schmelzer, ইমারজেন্সি রেসপন্স ম্যানেজার Ivory Hackett Evans, প্রজেক্ট ম্যানেজার Andrea Montenegro, মনিটরিং এ্যান্ড ইভালুয়েশন এক্সপার্ট রুপা সাহা, ফাইন্যান্স অফিসার সৈয়দ আসানুর রহমান উখিয়ায় জিইউকে প্রকল্প অফিস ও ফ্রেস ফুড ভাউচার বিতরণ পরিদর্শন করেন। এসময় উপকারভোগী ও কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেন।

ICCO Cooperation সহযোগিতায় GUK কক্সবাজারের উখিয়ায় 'DRA Bangla desh Rohingya and Host Community JR-2' প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে "Food Assistance for Displaced Myanmar Nationals (Voucher Modality)" project বাস্তবায়ন করছে।

গার্মেন্টস সিউয়িং মেশিন অপারেশন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

'Promoting Rights of Teen-aged Girls to Improve their Access to Economic Activities (PROTIVA)' প্রকল্পের আওতায় ৩ মাস মেয়াদী 'গার্মেন্টস সিউয়িং মেশিন অপারেশন' বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (৩য় ব্যাচ) ৩ মার্চ ২০১৯ তারিখে জিইউকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নশরৎপুর, গাইবান্ধায় উদ্বোধন করা হয়। দরিদ্র পরিবারের ২৯ জন যুব নারী এতে অংশগ্রহণ করছে যাদের মধ্যে ১৮ জন আদিবাসী পরিবারের। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে গার্মেন্টস শিল্পে চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

জিইউকে পরিচালিত মাধ্যমিক উপানুষ্ঠানিক ও আনন্দলোক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক

গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আবদুল মতিন ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে সরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি পরিদর্শনের পাশাপাশি গাইবান্ধা সদর ও ফুলছড়ি উপজেলার চরাঞ্চলে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) পরিচালিত মাধ্যমিক, উপানুষ্ঠানিক ও আনন্দলোক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

ফুলছড়ির চরাঞ্চলে জিইউকে বাস্তবায়িত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ও ক্লাস্টার ভিলেজ-এ বসবাসকারীদের সাথে জেলা প্রশাসকের মতবিনিময়

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক মোঃ আবদুল মতিন সরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি পরিদর্শনের পাশাপাশি গাইবান্ধা সদর ও ফুলছড়ি উপজেলার চরাঞ্চলে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) বাস্তবায়িত বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ও ক্লাস্টার ভিলেজ-এ বসবাসকারী পরিবারের সদস্যদের সাথে মত বিনিময় এবং তাদের আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। আরও উপস্থিত ছিলেন ফুলছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আব্দুল হালিম টলষ্টয়, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) এর নির্বাহী প্রধান এম. আবদুস্ সালাম ও পরিচালক আবু সায়েম মোঃ জান্নাতুন নূর।

দেড়শতাধিক নদ-নদী নিয়ে ড. তুহিন ওয়াদুদ'র লেখা সচিত্র প্রকাশনা অক্সফাম ও সুইডেন সরকারের প্রতিনিধিদের হস্তান্তর

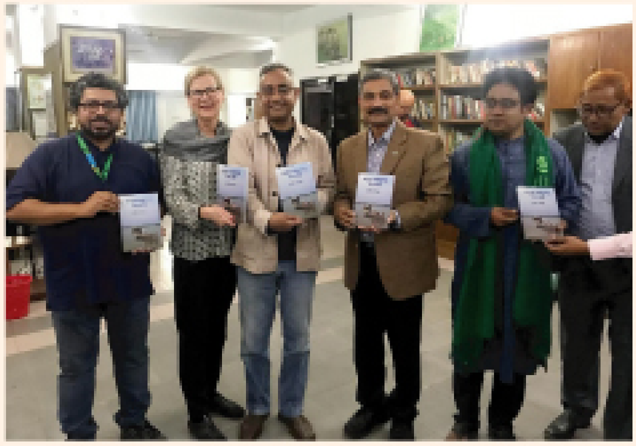

অক্সফাম-এর সহযোগিতায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন Trans boundary River for Our Sustainable Advancement (TROSA) প্রকল্পের আওতায় রংপুর বিভাগের দেড়শতাধিক নদ-নদী নিয়ে ড. তুহিন ওয়াদুদ এর লেখা সচিত্র প্রকাশনা 'রংপুর অঞ্চলের নদ-নদী' বইটি ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে প্রকল্প পরিদর্শনে আসা অক্সফাম ও সুইডেন সরকারের প্রতিনিধিদের হস্তান্তর করা হয়। এ সময় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) এর নির্বাহী প্রধান এম. আবদুস সালাম উপস্থিত ছিলেন।

'লাইভলিহুড মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি'র পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা

১৫ জানুয়ারি ২০১৯ জিইউকের 'লাইভলিহুড মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি'র সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প গাইবান্ধা পৌরসভার কুঠিপাড়ায় আয়োজন করা হয়। জিইউকে ডায়াগনষ্টিক এন্ড ফিজিওথেরাপি সেন্টারের পরিচালনায় উক্ত ক্যাম্পে ১০২ জন নারী, ১২ জন পুরুষ ও ৭ জন শিশু স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন। জিইউকের কর্ম এলাকায় নিয়মিতভাবে এই স্বা স্থ্যসেবা ক্যাম্প আয়োজন করা হচ্ছে। অপরদিকে ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ গাইবান্ধার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের তিনদহ ঈদগাহ মাঠে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে ৯৩ জন নারী, ১৭ জন পুরুষ ও ১২ জন শিশু স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন।

GUK-SEIP প্রকল্পের গ্রাফিক্স ডিজাইন ট্রেডের ৪র্থ ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু

PKSF এর সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন Skills for Employment Investment Programme (SEIP) প্রকল্পের আওতায় ৩ মাসব্যাপী গ্রাফিক্স ডিজাইন ট্রেডের ৪র্থ ব্যাচের প্রশিক্ষণ ২৭ জানুয়ারি, ২০১৯ জিইউকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নশরৎপুর, গাইবান্ধায় শুরু হয়েছে। মোট ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী এতে অংশগ্রহণ করছে।

৩টি ট্রেডের প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করলেন জেলা প্রশাসক

১৯ জানুয়ারি ২০১৯ পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় GUK বাস্তবায়নাধীন Skills Employment Investment Programe (SEIP) প্রকল্পের সুইং মেশিন অপারেশন, ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স ও মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ট্রেডসমূহের ৩ মাসব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠান ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়। প্রতিটি ট্রেডে ২৫ জন করে মোট ৭৫ জন যুব নারী পুরুষ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আবদুল মতিন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ করেন।

নেটজ্ বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের কক্সবাজারে জিইউকের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

নেটজ্ বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি জনাব মঞ্জুশ্রী মিত্র, জনাব শামসুল হুদা ও জনাব আনোয়ার হোসেন ১৭ জানুয়ারি, ২০১৯ কক্সবাজার জেলার উখিয়ায় রোহিঙ্গা ও হোস্ট কমিউনিটির জন্য বাস্তবায়নাধীন গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। জিইউকের সমন্বয়কারী আফতাব হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

জিইউকে'র বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনে সমাজ সেবা অধিদপ্তরের রংপুর বিভাগীয় পরিচালক

সমাজসেবা অধিদপ্তরের রংপুর বিভাগীয় পরিচালক জনাব আবু সালেহ মো. মুসা জঙ্গী গত ৩০ মার্চ ২০১৯ তারিখে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) পরিচালিত মাধ্যমিক ও আনন্দলোক কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক এমদাদুল হক প্রামানিক ও গণ উন্নয়ন কেন্দ্রে'র নির্বাহী প্রধান এম. আবদুস সালামসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

সুইডেন দুতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মিস লিসা এনডারসনের TROSA প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

১২-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ঢাকাস্থ সুইডেন দুতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি জনাব মিস লিসা এনডারসন ও প্রোগ্রাম এ্যাডভাইজার জনাব মো. মাহবুবুর রহমান, সুইডেন দুতাবাস-ব্যাংকক থেকে সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মিস আশা হেইজনি, SIDA এর সিনিয়র এ্যাডভাইজার মিস ম্যারি এ্যালবিন, অক্সফাম এর জায়তিরাজ পাত্র, সাজ্জাদ হোসেন, এনামুল মজিদ খান সিদ্দিকসহ সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় Trans boundary River for Our Sustainable Advancement (TROSA) প্রকল্পের মাধ্যমে গঠিত সিবিও ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং সিবিও সদস্যদের সাথে মতবিনিময়

এসময় তাঁদের সাথে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) নির্বাহী প্রধান এম. আবদুস সালাম উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটি অক্সফাম এর সহযোগিতায় রৌমারী উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জিইউকে'র কক্সবাজার জেলা অফিস উদ্বোধন করলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (মানব সম্পদ) এস. এম. সরওয়ার কামাল চৌধুরী

১১ জানুয়ারি ২০১৯, তারিখে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)'র কক্সবাজার জেলা অফিস উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কক্সবাজার জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (মানব সম্পদ) জনাব এস. এম. সরওয়ার কামাল চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আইসিসিও কো-অপারেশন এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব এ্যান্ড্রিয়া মন্টেনেগ্রো, ক্রিশ্চিয়ান এইড এর হেড অফ প্রোগ্রাম ভিভেক চেম্মাচেরিল এবং ফ্রিল্যান্সিং কনসালট্যান্ট জনাব জাকিয়া শিশিরসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য ২০১৭ সালের নভেম্বর থেকে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সহায়তার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।

পুলিশ সুপার প্রকৌশলী আবদুল মান্নান মিয়া বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম) অর্জন করায় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

গাইবান্ধার পুলিশ সুপার প্রকৌশলী আবদুল মান্নান মিয়া বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম)-সেবা অর্জন করায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) এর পক্ষে নির্বাহী প্রধান এম. আবদুস্ সালাম ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সেইসাথে তাঁর তার সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

STROMME Foundation এর সহযোগিতায় গাইবান্ধায় নতুন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু

নরওয়ে ভিত্তিক সংস্থা STROMME Foundation এর সাথে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) এর সাথে নতুন একটি কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু হয়েছে চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে। শক্তিশালী সমাজ বির্নিমান, সবার জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, জীবনযাত্রার মানউন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে পাঁচবছর মেয়াদি প্রকল্পটি গাইবান্ধা সদর, ফুলছড়ি ও গোবিন্দগঞ্জে উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে এই প্রকেল্পর ৪ হাজার উপকারভোগী নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকা সম্পন্ন হয়েছে। প্রি-প্রাইমারী স্কুল, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র, ব্রীজ স্কুল, শিশু ক্লাব, কিশোরী ফোরাম, সংলাপ সেন্টার চালুর জরিপ কাজ চলছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবারভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করে সমাজে সবচেয়ে দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত নারী, পুরুষ, শিশু, প্রতিবন্ধী, আদিবাসী-সাঁওতালদের টেকসই উন্নয়নে অধিকারভিত্তিক নানামূখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

গোবিন্দগঞ্জের ১৮ হাজার নিরক্ষর নারী-পুরুষ সাক্ষরতা অর্জনের পথে

প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মাধ্যমে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) এর গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ১৮ হাজার নিরক্ষর নারী পুরুষ সাক্ষরতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অংশীদারী পার্টনার হিসাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১৭টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় ৬০০টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে পাঠদান চলছে। এরমধ্যে ৩০০টি নারী শিখন কেন্দ্রে ৯ হাজার নারী শিক্ষার্থী রয়েছে। আশা করা হচ্ছে, প্রকল্পটি শেষ হলে ১৮ হাজার শিক্ষার্থীই শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের মাধ্যমে পড়তে, লিখতে, হিসাব করতে পারবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৯ পালিত

'সবাই মিলে ভাবো নতুন কিছু করো, নারী-পুরুষের সমতার নতুন পৃথিবী গড়ো' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে এবছর পালিত হয়েছে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, বগুড়া, নীলফামারী, রংপুর, কক্সবাজারসহ সংস্থার বিভিন্ন কর্মএলাকায় সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি পালন করেছে। কর্মসূচির অংশে হিসেবে ৬ মার্চ, ২০১৯ বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় মানববন্ধন আয়োজন করা হয়।

৮ মার্চ, ২০১৯ দিবসটি পালন উপলক্ষে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করে।

কক্সবাজারে ২০ হাজার রোহিঙ্গা পরিবারকে ওয়াশ ও প্রটেকশন সহায়তা

DFID ও Christian-Aid এর সহায়তায় কক্সবাজারে ২০ হাজার রোহিঙ্গা পরিবারকে Integrated Emergency Humanitarian Response to the Rohingya population in Cox's Bazar (IEHRRP) প্রকল্পের মাধ্যমে ওয়াশ এবং প্রটেকশন সহায়তা দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে ৪০০ পরিবারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (মলমূত্র অপসারণ) করতে সহায়তা, ৩০০ জন বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ল্যাট্রিন চেয়ার প্রদান, ৫০টি ইনক্লুসিভ ল্যাট্রিন তৈরি, ৬০০ সেট ল্যাট্রিন পরিষ্কার করণের উপকরণ প্রদান, ৫০টি ইনক্লুসিভ গোসলখানা তৈরি, শিশুদের হাত ধোয়ার অভ্যাস বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন জায়গায় ৫০টি হাত ধোয়ার স্থাপনা তৈরি ও পাশাপাশি ৮০টি হাত ধোয়া স্থাপনা মেরামত করা হয়। এছাড়াও ৬১২টি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সেশনের মাধ্যমে ১২ হাজার রোহিঙ্গা নারী এবং পুরুষকে সচেতন করাসহ ১ হাজার পরিবারের মাঝে ডিগনিটি কিটস বিতরণ করা হয়েছে।

প্রটেকশন কম্পনেন্টের কার্যক্রমের ১৯টি সেশনের মাধ্যমে ৫০০ জন মাঝি এবং সামাজিক নেতাদের নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ে সচেতন করা হয়, ২০টি সেশনের মাধ্যমে ৫০০ জন রোহিঙ্গা নারী-যুবতীদের মাঝে কনফিডেন্স বিল্ডিং প্রশিক্ষণ প্রদান (যার ফলে রোহিঙ্গা নারী-যুবতীরা নিজেদের বিভিন্ন আয়বর্ধকমূলক কাজে লাগাচ্ছে), ৩টি ক্যাম্পে ৫০টি সোলার স্ট্রিট লাইট বসানোর মাধ্যমে ৩ হাজার ৫০০ জন মানুষের চলাচলের সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। মানব পাচার বিষয়ক ৭৭টি সেশন আয়োজনের মাধ্যমে ১ হাজার ১৫৫ জন রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতীদের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ ও নিজেদের উন্নয়নে সাংগঠনিক ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে তার জন্য ১৯৫ জন রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী সমন্বয়ে ১৫টি সেলফ হেল্প দল তৈরি করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ, পাচার ও পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য ৩২টি ওয়ার্ড ভিত্তিক ৪৮০ জন যুবক-যুবতী নিয়ে ৩২টি কমিউনিটি প্রটেকশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন ও ৪০০ জন নির্যাতিত রোহিঙ্গা নারীকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে রেফার করা হয়েছে।

প্রাণী সম্পদ বিভাগের সাথে উপজেলা ও জেলা কৃষিপণ্য উৎপাদক এসোসিয়েশন প্রতিনিধিদের এ্যাডভোকেসী সভা

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহযোগিতায় ক্ষমতায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গাইবান্ধা সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলা কৃষিপণ্য এ্যাসোশিয়েশন প্রতিনিধিদের সাথে জেলা-উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে সেবা নিশ্চিত করা ও সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষে এ্যাডভোকেসী সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্ব স্ব উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিস কক্ষে এ্যাডভোকেসী সভা অনুষ্ঠিত হয়। গবাদিপশু ও প্রাণী সম্পদ রক্ষায় প্রতি ইউনিয়নে এ্যাসোশিয়েশন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রাণী সম্পদ বিভাগ ভ্যাকাসিন ক্যাম্প টিকা প্রদান করবেন বলে আলোচনায় প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

কৃষিপণ্য উৎপাদক সদস্যদের মাঠপর্যায়ে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহযোগিতায় ক্ষমতায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা সদর, সুন্দরগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, ফুলছড়ি ও সাঘাটা উপজেলা ও কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলায় মোট ১০০টি কৃষিপণ্য উৎপাদক সমিতির ৩ হাজার সদস্যেকে মাঠ পর্যায়ে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয় ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন উপজেলা কৃষি অফিসার ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ। প্রশিক্ষণগণ কৃষি বিষয়ক আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করেন।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে 'পুরুষ সমাবেশ'

নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে এগিয়ে আসার অঙ্গীকার

Strengthening Access to Multi-Sectoral Public Services for GBV Survivors in Bangladesh (ASTHA) প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩ মার্চ, ২০১৯, বগুড়া জেলার খোকন পার্কে জেলার তিনটি উপজেলার দু'শতাধিক পুরুষদের নিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী 'পুরুষ সমাবেশ' আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি সিভিল সার্জন ডা. মো. শামসুল হক। এই আয়োজনের মাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুদের নির্যাতনের মুখে ঠেলে দেয় এমন সব ক্ষতিকর সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি সম্পর্কে পুরুষদের সচেতন করা এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় পুরুষের করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে আস্থা প্রকল্পের অংশীদার সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান এম. আবদুস্ সালামের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সিভিল সার্জন ডা. মোঃ শামসুল হক, বগুড়া জেলা সরকারি মাল্টি-সেক্টরাল ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি শরিফুল ইসলাম, জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার ও সিনিয়র সহকারী জজ জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম খান, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ শহিদুল ইসলাম, ইনডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের উত্তরাঞ্চল ব্যুরো প্রধান হাসিবুর রহমান বিলু, পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহাদৎ হোসেন প্রমুখ।

এছাড়াও ইউএনএফপিএ এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিনিধি, বিভিন্ন এনজিও, মিডিয়া এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ধারণাপত্র পাঠ করেন পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান নির্বাহী আবু হাসনাত সাঈদ। সমাবেশে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে এগিয়ে আসার অঙ্গিকার রেখে ব্যানারে স্বাক্ষর করেন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করেছেন এবং ব্যক্তি জীবনে সকল কাজে নারীর প্রতি সহায়ক ভূমিকা রাখছেন এমন দুইজন পুরুষ তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং বাকিদের অনুপ্রাণিত করেন, সবশেষে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখার শপথ গ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ শামসুল হক বলেন, 'নারীর প্রতি পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে হবে। নারীরা নানান কারণে নানাভাবে নির্যাতনের শিকার। আমরা দেখি যে, নারীরা বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা নিতে আসে তবে পুরুষেরও যে বন্ধ্যাত্ব হতে পারে সেটা অনেকেই জানেনা। নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার আছে তাই নির্যাতনের শিকার নারীরা এখন আর একা নয়।'

সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শহিদুল ইসলাম খাঁন বলেন, 'আমার দুটি মেয়ে সন্তান। তারা আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত কারণ বাবা হিসেবে আমি তাদের ইচ্ছা, অধিকার ও স্বপ্নগুলোকে মূল্যায়ন করেছি। আমিও চাই আপনাদের মেয়েদের শিক্ষার প্রতি জোর দিন, স্ত্রীকে সাহায্য করুন। আর আজকের অনুষ্ঠানের পর নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করুন নির্যাতন করবেন না, করতে দেবেন না।'

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম বলেন, 'আজকের পুরুষ সমাবেশ আস্থা প্রকল্পের একটি ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন। এর মাধ্যমে পুরুষরা সোচ্চার হবেন, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবেন। সমাজসেবা নির্যাতনের শিকার নারীদের আশ্রয় ও চাকরির ব্যবস্থা করে থাকে। তখন তারা নতুন জীবন শুরু করতে পারেন।'

লিগ্যাল এইড অফিসার ও সিনিয়র সহকারী জজ শরিফুল ইসলাম বলেন, 'আস্থা প্রকল্পের এ ধরনের আয়োজন পুরুষদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করে। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে আসলে আমরা নির্যাতনের শিকার নারীদের আইনি সহায়তা পেতে সাহায্য করি এবং ১৬৪৩০-নম্বরে ফোন করে সহজেই তারা আইনি সহযোগিতা চাইতে পারেন।'

ইউএনএফপিএ-এর জেন্ডার-টেকনিক্যাল অফিসার আবু সাঈদ সুমন বলেন, 'বাংলাদেশে ৮০ শতাংশ নারী নির্যাতনের শিকার তার মধ্যে ৭৩ শতাংশ হয় পুরুষদের হাতে। সুতরাং এই নির্যাতন রোধের দায় পুরুষদের, আর পুরুষদের মাঝে সচেতনতা বাড়াতেই আস্থা প্রকল্পের সমাবেশের উদ্যোগ। আমাদের লক্ষ্য নির্যাতন জিরো টলারেন্স পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।'

নেদারল্যান্ডস এম্বাসির আর্থিক এবং ইউএনএফপি-আইন ও সালিশ কেন্দ্রের কারিগরি সহযোগিতায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র বগুড়া জেলার ৩টি উপজেলায় ২৩টি ইউনিয়নে **ASTHA** প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

রৌমারীতে আইইউসিএন, সিএনআরএস, অক্সফ্যাম ইন্ডিয়া, নেপাল ও বাংলাদেশ টিমের শিখন সফর

২৫-২৭ মার্চ, ২০১৯ আইইউসিএন এশিয়ার প্রোগ্রাম অফিসার বিশ্ব রঞ্জন সিনহা, ট্রোসা লিড'র অনিমেষ প্রকাশ, অক্সফ্যাম ইন্ডিয়ার রঞ্জন সুবেদি ট্রোসা লিড, অক্সফ্যাম ইন নেপাল'র ইনামুল মজিদ খান সিদ্দিক ট্রোসা লিড, অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশ, সিএনআরএস প্রতিনিধি গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের ট্রোসা প্রকল্পের কর্মএলাকা জিঞ্জিরাম পাড়ের নামাপাড়া এবং ব্রহ্মপুত্র পাড়ের ফুলুয়ার চর গ্রাম পরিদর্শন করেন। তারা সিবিও সদস্যদের সাথে নদী ভাঙ্গন নিয়ন্ত্রণে বাঁশের বান্ডেল, বন্যার আগাম সর্তকবার্তা ও অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনায় জিঞ্জিরাম বেসিনের কমিউনিটির যোগসূত্র সম্পর্কে এবং ফুলুয়ার চরে ইলিশ পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি ও মাছ ধরার অধিকার বিষয়ে জেলে সম্প্রদায় ও তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে মতবিনিময় করেন।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের সহযোগিতায়

নদীসম্পদে অংকুরিত হচ্ছে নারী নেতৃত্ব

নদীর সাথে নারীর জীবন এক সুতায় গাঁথা হলেও নদী বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমাদের মতামত নেয়ার প্রয়োজনীয়তা সরকারি-বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠানই অনুভব করেন না-কথাগুলো বলেছিলেন TROSA প্রকল্পের আয়োজনে নদী ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী যাদুরচর ইউনিয়নের ধনারচর গ্রামের ব্রহ্মপুত্র পাড়ের নেত্রী লাইজু বেগম (৪৫)।

১৩ এপ্রিল, ১৯ চিলমারী টিডিএইচ ট্রেনিং সেন্টারে এ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। নদী ও নদী পাড়ের জনগোষ্ঠীর নদী সম্পদে অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রকল্প Trans-boundary River for Our Sustainable Advancement (TROSA) ক্যাম্পের আয়োজন করে। এই ক্যাম্পে অংশ নেন জিঞ্জিরাম, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও মেঘনা পাড়ের নারীরা।

নদী আমাদের সবুজ প্রকৃতি ও সুস্থ নিঃশ্বাসের ধারক, শিল্প, সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির আধার। ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী নারীদের সাথে আলাপচারিতায় জানা গেলো বর্তমানে নদী ও নদী পাড়ের মানুষের দুর্দিন সম্পর্কে তারা এখন কিছু বুঝেন, আর তাই নদীর সুরক্ষা নিশ্চিত করেই নিজেদের দুরাবস্থার অবসান চান। অথচ অতীতে ভাঙ্গন কবলিত এই মানুষগুলির নদী সম্পর্কে ধারণা ছিল কত নেতিবাচক! আর থাকবেই না বা কেন? আমরা জানি, নদী বাঁচে তার সচল প্রবাহের মধ্য দিয়ে। কিন্তু মানুষ যখন নদীর সার্বজনীন চরিত্রকে হরণ করে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে নদীর এই বহমানতাকে রোধ করে, বৈরী আচরণ করে তখনই সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং পাল্টা শক্তি প্রয়োগ করে। ফলে বৃদ্ধি পায় ভাঙ্গন ও অতি বন্যার মতো দুর্যোগ, যা সর্বশান্ত করে হাজার হাজার পরিবারকে, আর এই দুর্যোগের প্রথম শিকার হন নারীরা।

একটি পরিবারে সন্তানদের চাহিদা পূরণের পাত্র হলেন মা। তাই যে পরিবারটি নদী থেকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে সেই পরিবারের পুরুষ সদস্যটি যখন মাছ ধরতে যায়, তখন তার মাছ পাওয়া না পাওয়ার উপর নির্ভর করে ঐ নারী বা মা তার দিকে তাকিয়ে থাকা সন্তানদের মুখে খাবার দিতে পারবেন কিনা। এছাড়াও বন্যা কিংবা ভাঙ্গন সব ক্ষেত্রেই পরিবারের শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধীসহ সকল সদস্যের নিরাপত্তা রক্ষা ও গৃহের জিনিসপত্র রক্ষণাবেক্ষণসহ সব দিক সামলাতে হয় প্রতিটি পরিবারের নারীকেই। কারণ পরিবারের পুরুষ সদস্যকে যেহেতু বেশিরভাগ সময় বাইরেই থাকতে হয়, তাই দুর্যোগময় পরিস্থিতে নারীরাই পরিবারে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য, যে নদীর বাঁচা-মরা বা সুস্থতার সাথে নারী জীবন প্রভাবিত হয় সে নদীর উপর কোন স্থাপনা তৈরিতে হোক, বাঁধ নির্মাণে হোক, বান্ডেল স্থাপনে হোক, পানি চুক্তিতে হোক বা নদীর অন্যান্য সম্পদ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে হোক না কেন, তা ঐ অঞ্চলের নারীর জন্য ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন প্রভাব ফেলবে কি না-সে সম্পর্কে নারীর কোন মতামত নেয়া হয়না। আমাদের নারীরাও হয়তো এখনও এর প্রয়োজনীয়তাকে সেভাবে অনুভব করতে পারছেন না।

প্রকল্পটি ব্রহ্মপুত্র, জিঞ্জিরাম, তিস্তা ও মেঘনা পাড়ের নারীদের নদী সম্পদে নেতৃত্ব উন্নয়নের সহায়ক কাজটি করে যাচ্ছে। এদের 'নদী বৈঠক কেন্দ্র' বলে একটি ক্ষেত্র আছে। যেখানে এলাকার নারী-পুরুষরা মিলিত হয়ে নদী কেন্দ্রিক সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে স্থানীয় ভাবে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জিঞ্জিরাম নদীর পাড়ের নামাপাড়া গ্রামে নদী ভাঙ্গন রোধে বাঁশের বান্ডেল স্থাপনে অর্থসংগ্রহ, বাঁশ সংগ্রহ, বিভিন্ন ব্যক্তি ও দপ্তরের সাথে যোগাযোগসহ সকল পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ। যা নারীর নেতৃত্বে এগিয়ে যাওয়ার একটি ছোট্ট পদচিহ্ন। আর নারীর এই এগিয়ে যাওয়ার গতিটাকেই খানিকটা বাড়িয়ে দেয়ার জন্য এবং নদী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ধারণাকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ট্রোসা প্রকল্পের 'নদী ক্যাম্প' আয়োজনের এই প্রয়াস।

প্রত্যাশা, সুইডেন সরকারের অর্থায়নে অক্সফ্যামের সহায়তায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিচালিত এই কার্যক্রমের ফলে আগামী দিনে নদী ইস্যুতে নেতৃত্বদানে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং নারী নেতৃত্বকে সম্মানের চোখে দেখতে সমাজের ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হবে।

পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রর্দশনী

কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারীতে রি-কল প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫টি পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রর্দশনী প্রকল্প এলাকায় স্থাপন করা হয়। প্রর্দশনীতে কেঁচো সার তৈরির পিট এবং সেক্স ফেরোমন ট্রাপ স্থাপন করা হয়। ফলে কৃষক রাসায়নিক সারের পরিবর্তে কেঁচো সার এবং পেস্টিসাইড এর পরিবর্তে ফেরোমন ট্রাপ ব্যবহার করছেন।

হাঁস পালন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

২৫ জন হাঁস উৎপাদক দলের সদস্যদের হাঁস পালন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন, ইনপুট ও আউটপুট সাপ্লাইয়াদের সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশন প্রাপ্ত প্রতি জনের মাঝে ২০টি হাঁস, হাঁসের খাদ্য এবং ঘরের জন্য অর্থ বিতরণ করা হয়।

কৃষক ক্লাবের আয়োজনে জৈব চাষাবাদের কৃষি মেলা

CBM অর্থায়নে GUK ও CDD'র বাস্তবায়নে SCRDiDRR প্রকল্পের আওতায় হরিপুর ইউনিয়নের কৃষক ক্লাবের সদস্যদের আয়োজনে ৬ মার্চ ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে উজান তেওড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জৈব চাষাবাদের কৃষি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলার উদ্বোধন করেন সুন্দরগঞ্জ উপজেলার কৃষি অফিসার সৈয়দ রেজা-ই-মাহমুদ। এসময় উপস্থিত, ছিলেন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা তাইয়েবুর রহমান, আশিকুজ্জামান, মোসলেম উদ্দীন, ইউপি সদস্য আসাদ মিয়া, ফারুক মিয়া, এ্যাপক্স বডির সভাপতি বাদশা মিয়াসহ অনেকে।

অপরদিকে ১১ মার্চ ২০১৯ তারিখে শ্রীপুর ইউনিয়নের কৃষক ক্লাবের সদস্যদের আয়োজনে শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে জৈব চাষাবাদের কৃষি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলা উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি সুন্দরগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসার সৈয়দ রেজা-ই-মাহমুদ। এসময় উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাইদুর রহমান ও মঞ্জুরুল ইসলাম, ইউপি সদস্য ফারুকুল ইসলাম, সাজু মিয়া, এ্যাপেক্স বডির সভাপতি কাজল রেখা, সদস্য নাজমুল ইসলাম, মরিয়ম, ৫নং ওয়ার্ডের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি সাহাদত হোসেন সেলিমসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ।

মেলায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের SCRDIDRM প্রকল্পের ফিল্ড কোর্ডিনেটর সেলিনা আক্তার, সিনিয়র কমিউনিটি মোবিলাইজার সিডিডি-এর লাইভলীহুড ও ডিআরআর অফিসার মনিকৃষ্ণ রায় ও প্রজেক্ট অফিসার শফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সেবার সহজপ্রাপ্যতা ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে সাপ্লাইয়ারদের সাথে দুগ্ধ উৎপাদক দলের সদস্যদের মতবিনিময়

৩১ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে রৌমারী রি-কল প্রকল্প অফিসে দুগ্ধ উৎপাদক দলের সদস্যদের সাথে সেবার সহজপ্রাপ্যতা ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে দুগ্ধ উৎপাদক দলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন এসিআই গোদরেজ, কেয়ারফিড, রেনাটা এগ্রোভেট, স্থানীয় ডিলার, খুচরা ব্যবসায়ী এবং উৎপাদক দলের সদস্য। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা।

জিইউকে'র দৌলতননেছা খাতুন আনন্দলোক প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে শহীদ মিনার উদ্বোধন

০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আবদুল মতিন গাইবান্ধা সদর উপজেলার গিদারী ইউনিয়নে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) পরিচালিত সাহিত্যিক দৌলতননেছা খাতুন আনন্দলোক প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন। এসময় জিইউকে'র নির্বাহী প্রধান এম. আবদুস সালাম, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি বদরুদ্দোজা মানিক, জমিদাতা আ. রউফ প্রধান, মুক্তিযোদ্ধা আ. রাজ্জাকসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র গাইবান্ধা, নীলফামারী ও কুষ্টিয়া জেলায় মোট ২৬টি আনন্দলোক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও গ্রামাঞ্চলের জনগণের মধ্যে ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শহীদ মিনার নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৮টি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মিত হয়েছে।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালিত বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উৎসব

১ জানুয়ারি ২০১৯ গণ উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালিত জিইউকে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কুন্দেরপাড়া গণ উন্নয়ন একাডেমিসহ সংস্থার ২৬টি কমিউনিটি আনন্দলোক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উৎসব আয়োজন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জিইউকের নির্বাহী প্রধান এম. আবদুস্ সালাম, কোঅর্ডিনেটর আফতাব হোসেন ও বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও শিক্ষকবৃন্দ।

মানবাধিকার সংরক্ষণ পরিষদের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) সহযোগিতায় জিইউকে বাস্তবায়নাধীন 'Strengthening Democracy by Promoting Human Rights Culture in Bangladesh' প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা সদর উপজেলা মানবাধিকার সংরক্ষণ পরিষদের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২৮ মার্চ, ২০১৯ তারিখে জেলা পরিষদ মিলনায়তন গাইবান্ধায় অনুষ্ঠিত হয়।

যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবস পালিত

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। গাইবান্ধা, রংপুর, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, জয়পুরহাট, লালমনিরহাট ও কক্সবাজারসহ জিইউকে'র সকল কর্মএলাকায় অফিসগুলোতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পৃথকভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবস পালিত হয়। এছাড়াও গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থীরা শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পনের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কক্সবাজারে ২ হাজার রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল UNFPA সহায়তায় GUK বাস্তবায়নে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলার ৭টি রোহিঙ্গা ক্যাম্প এবং ৩টি হোস্ট কমিউনিটিতে ওমেন লিড কমিউনিটি সেন্টারের মাধ্যমে ২ হাজার নারী ও কিশোরীকে চারমাস মেয়াদি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (কারিগরি-টেইলরিং ও লাইফ স্কীল) দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণকালীন প্রতিজনকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাতায়াত বাবদ মাসে ১ হাজার টাকা করে দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ পেয়ে তারা এখন ঘরে বসে সেলাই কাজ এবং বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে বাজারজাত করছে।

AWO International প্রতিনিধির রোহিঙ্গা প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

০২-০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ AWO International এর প্রতিনিধি Saroj Bajracharya কক্সবাজারের উখিয়ায় Improving WASH facilities of Host Communities and Rohingya প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। AWO International এর সহযোগিতায় GUK প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় নলকূপ, গভীর নলকূপ ও ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে উখিয়ার জামতলী রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ১৭১৫ রোহিঙ্গা পরিবার এবং মোছারখোলা গ্রামের ২০০ হোস্ট কমিউনিটি পরিবারের জন্য পয়:নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও হেলথ ও হাইজিন সেশন, পুতুল নাচ এবং পথ নাটকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৯ উপলক্ষে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, বগুড়া, নীলফামারী, রংপুর ও কক্সবাজারসহ সংস্থার বিভিন্ন কর্মএলাকায় স্বাধীনতার স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানে GUK প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্রছাত্রীরা কুচকাওয়াজ ও শারীরিক কসরৎ প্রদর্শন করে এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরষ্কার অর্জন করে।

রোহিঙ্গা পরিবারের মাঝে ফ্রেশ ফুড ভাউচার বিতরণ

ICCO Cooperation সহায়তায় বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা পরিবারের খাদ্যের চাহিদাপূরণের লক্ষে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ হতে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত কক্সবাজারের উখিয়ায় তিনটি ক্যাম্পে ১৩ হাজার ২৮৯ রোহিঙ্গা পরিবারের মাঝে Food Assistance for Displaced Myanmar Nation-als (Voucher Modality) Project এর মাধ্যমে ২ বারে ২৬ হাজার ৫৭৮টি ফ্রেশফুড পেপার ভাউচার বিতরণ করা হয়েছে। ফ্রেশ ফুড পেপার ভাউচারের মাধ্যমে উপকারভোগী পরিবার গুলো নির্দিষ্ট দোকান থেকে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে থাকে। এছাড়াও ICCO Cooperation সহায়তায় ক্ষুধাগ্রস্ত রোহিঙ্গা ব্যক্তি ও পরিবারের খাদ্যের চাহিদাপূরণের পাশাপশি পুষ্টির চাহিদা নিশ্চিতকরণে DRA Bangla-desh Rohingya JR-2 phase-II এর মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১৮ এবং জানুয়ারি ২০১৯ মাসে ৫ হাজার ৩৩৬ রোহিঙ্গা পরিবারের মাঝে ফ্রেশ ফুড ভাউচার বিতরণ করা হয়। উখিয়া উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের ৫, ৬, ৭ নং ওয়ার্ডের ১ হাজার ১৫০ হোস্ট পরিবারকে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৮০০ পরিবারকে ১টি করে ছাগল ও ৩৫০ পরিবারকে ১২টি করে মুরগী এবং বসতভিটায় সবজি বাগান করার জন্য ৭ প্রকার সবজি বীজ ও সংশ্লিষ্ট উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।

৫১ হাজার ৬১৭ জন সদস্যকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে গাইবান্ধা জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে বর্তমানে রংপুর, রাজশাহী বিভাগের ১০টি জেলায় ও খুলনা বিভাগের একটি এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলাসহ মোট ১২ জেলায় দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের মানুষের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য কাজ করে আসছে।

এরই ধারাবাহিকতায় দরিদ্র মানুষের বিশেষ করে নারীদের আয়বর্ধনমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্য সংস্থা ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে সংস্থা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় ৮টি জেলায় মোট ৫৩টি শাখার মাধ্যমে ৬০ হাজার ২২৫ জন সদস্যের মাঝে সফলতার সাথে রিকভারী (পরিশোধের পর আবার নতুন ঋণ গ্রহণ) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বর্তমানে লাইভলিহুড মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির আওতায় ২৭৫ ইউনিয়নের ১ হাজার ২১৫ টি গ্রামের ৩ হাজার ৩৬২টি মহিলা সমিতির মাধ্যমে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র উদ্যোগী ৬০ হাজার ২২৫ জন সদস্যের মাঝে সফলতার সাথে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সকল সদস্যের মাঝে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ৫১ হাজার ৬১৭ জন সদস্যে ঋণ গ্রহণ করেছে। সার্ভিস চার্জ ও ঋণের টাকাসহ সমুদয় টাকা ৪৬ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

সদস্যদের মাঝে লাইভলিহুড, কৃষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতসমূহ সহ বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করা হয়। সাপ্তাহিক ঋণ আদায় কার্যক্রম ও সদস্যদেরকে সাপ্তাহিক সঞ্চয় ও মাসিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রতিটি ঋণের বিপরীতে বীমা (ঝুঁকি) থাকায় ঋণ গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকে। সমিতির ঋণ গ্রহীতা কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে সাথে সাথে তার ঋণ মওকুফ করে দেয়া হয়। শুধু তাই নয় মৃত্যু সদস্যের জন্য (স্ব-স্ব ধর্মমতে) মরদেহ সৎকারের জন্য ওই পরিবারকে তৎক্ষনাৎ আরো ২ হাজার টাকা এককালীন প্রদান করা হয়। মার্চ ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সদস্যদের সঞ্চয় রয়েছে ৪৭ কোটি ৫৭ লাখ ৫৬ হাজার ৬৩৪ টাকা। সদস্যদের মাঝে বর্তমানে সংস্থার ১৩৫ কোটি ১ লাখ ৪১ হাজার ৫৩০ টাকা ঋণ স্থিতি রয়েছে।

দ্বিতীয় মেয়াদে এ্যাড. ফজলে রাব্বি মিয়া এমপি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হওয়ায় জিইউকের পক্ষে অভিনন্দন

সাঘাটা-ফুলছড়ি-৫ আসনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাত বারের নির্বাচিত আলহাজ্ব এ্যাড.ফজলে রাব্বি মিয়া এমপি পুনরায় (২য় বার) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হওয়ায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) এর পক্ষে নির্বাহী প্রধান এম. আবদুস সালাম ঢাকায় তাঁর সরকারি বাসভবনে সাক্ষাত করে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সেইসাথে তাঁর সার্বিক সাফল্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

মাহাবুব আরা বেগম গিনি এমপি দ্বিতীয় মেয়াদে হুইপ নির্বাচিত হওয়ায় জিইউকের পক্ষে অভিনন্দন

গাইবান্ধা সদর-০২ আসনের একটানা তৃতীয়বার জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত মাহাবুব আরা বেগম গিনি, এমপি দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ নির্বাচিত হওয়ায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) এর পক্ষে নির্বাহী প্রধান এম. আবদুস সালাম ঢাকায় তাঁর ধানমন্ডিস্থ বাসায় সাক্ষাত করে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সেইসাথে তাঁর সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

প্রকাশনায়: গণ উন্নয়ন কেন্দ্র Gana Unnayan Kendra

সম্পাদক : এম. আবদুস্ সালাম
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান

ফোন : +৮৮ ০৫৪১-৫২৩১৫
সেল : +৮৮ ০১৭১৩ ৪৮৪৬৯৬
ইমেইল : info@gukbd.net
ওয়েবসাইট : www.gukbd.net